শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

২০২১ । সংখ্যা-২০

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

বৈষ্ণবজনের আশীর্বাদলাভ

যখন চৈতন্য মহাপ্রভু ফিরলেন গয়া থেকে ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণের পরে, তখন থেকে তিনি ভক্তদের সঙ্গলাভ করতে শুরু করেন অতি অন্তরঙ্গভাবে। তিনি গঙ্গানদীতে যেতেন আর সমস্ত বৈষ্ণবজনকে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ পার্ষদরূপে মহিমান্বিত করে তাঁর প্রণতি জানাতেন। চৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডে (২/৪৩) তিনি বলেছেন:

তোমা' সবা' সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি' কারো পায়ে ধরে সেই ঠাঁই॥

'আপনাদের সকলের সেবা করে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তি লাভ হয়। এই কথাগুলি বলে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তের চরণে পতিত হতেন আর জড়িয়ে ধরতেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তদের কাপড়চোপড় গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেতেন আর তাঁদের ধুতি আর অন্য সব জামাকাপড় ভাঁজ করে তিনি ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে রেখে দিতেন। তাঁরা যখন জল থেকে উঠে আসতেন, তিনি সেইসব তুলে তাঁদের হাতে দিতেন, নিজে তাঁদের সেবা দান করতেন। যখন দেখতেন, তাঁরা নদীকে আরাধনা জানাবার উদ্দেশ্য

কিছু শাস্ত্রসম্মত আচার-আচরণ পালন করতে চাইছেন, তখনই তিনি তাঁরা না চাইতেই তাঁদের জন্য কুশ ঘাস আর গঙ্গামাটি এই সব এনে দিতেন। কখনও-বা, সুন্দরভাবে সাজগোজ করে এই সব ভক্তজনের কারও কারও বাড়িতে যেতেন। সব বৈষ্ণবজনেই বলে উঠতেন, "আহা! কর কী? কর কী? থাক্ থা!'

তবুও ভক্তজনের প্রতি সেবাদানে বিশ্বম্ভর বিরত হতেন না। এইভাবে প্রতিদিন বিশ্বম্ভর প্রভু গঙ্গায় যেতেন আর তিনি তাঁর নিজেরই দাসগণকে সামান্য কাজের ভৃত্যের মতো সেবা করতেন।

যেহেতু, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব হলেন বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর নিজের ভক্তদেরই সেবা করেছেন। তাঁর ভক্তজনের সেবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কী না করেন? তাঁর ভক্তজনকে সেবার উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের কর্তব্যকর্ম পর্যন্ত তিনি বর্জন করে থাকেন। এই কথাই শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৯/৩৭) বোঝানো হয়েছে:

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোহভ্যয়াচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥

'আমার বাসনা-অভিলাষ পূরণ করতে তিনি তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেও রথ থেকে নামলেন। রথের চাকাটি তুলে নিলেন এবং আমার পানে দ্রুত ছুটে এলেন, ঠিক যেমন সিংহ ছুটে আসে হাতিকে বধ করতে। এমন কি তাঁর বহিবাসও ফেলে দিলেন

পথিমধ্যে।' এর তাৎপর্যঃ '... তাই তিনি (ভীষ্ম) শপথ করলেন যে, পরদিন শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং অস্ত্র গ্রহণ করতে হবে, না হলে তাঁর সখা অর্জুনের মৃত্যু হবে। পরের দিনের যুদ্ধে ভীষ্মদেব এমনই প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করলেন যে, অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ দু'জনেই সঙ্কটে পড়লেন। অর্জুন প্রায় পরাস্তই হলেন, আর পরিস্থিতি এমনই ঘোরতর হল যে, পরমুহূর্তেই বুঝি ভীষ্মদেবের দ্বারা তিনি হত হবেন। সেই সময়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা পূরণের মাধ্যমে ভীষ্মকে সন্তুষ্ট করতে চাইলেন, যা তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞার চেয়েও ছিল জরুরী। আপাতভাবে তিনি তাঁর নিজেরই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি অস্ত্রহীন হয়েই থাকবেন এবং কোনও পক্ষের অনুকূলেই তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগ করবেন না। কিন্তু অর্জুনকে রক্ষা করবার জন্য তিনি রথ থেকে নামলেন, রথের চাকা তুলে নিলেন, আর দ্রুত ছুটে গেলেন ভীষ্মদেবের পানে ক্রুদ্ধভাবে, যেমন সিংহ যায় হাতিকে বধ করতে। তিনি তাঁর আচ্ছাদন বস্ত্র ফেলে দিলেন পথের মাঝে, এবং প্রচণ্ড ক্রোধের বশে তিনি জানলেন না তিনি কি ফেলেছেন। ভীষ্মদেব সেই মুহূর্তেই তাঁর অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করলেন এবং তাঁর প্রিয় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হবার জন্যে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই দিনের যুদ্ধ ঐ ভাবেই শেষ হয়ে গেল ঠিক সেই মুহূর্তে, আর অর্জুন রক্ষা পেলেন। অবশ্য অর্জুনের মৃত্যুর কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কারণ পরমেশ্বর স্বয়ং ছিলেন রথের

উপরে, কিন্তু যেহেতু ভীষ্মদেব চেয়েছিলেন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাকে রক্ষা করার জন্য কোনও অস্ত্র ধারণ করুন, পরমেশ্বর তাই এই পরিস্থিতিই সৃষ্টি করলেন, অর্জুনের মৃত্যু আসন্ন করে তুলে। তিনি ভীষ্মদেবের সামনে দাঁড়িয়ে দেখালেন যে, তাঁর শপথ পূর্ণ হল আর তিনি চাকা তুলে নিয়েছেন।

তাই কেউ চিনতে পারেনি যে, পরমেশ্বর স্বয়ং নবদ্বীপে উপস্থিত হয়েছেন আর পরমেশ্বর গৌরচন্দ্র তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে শেখাচ্ছেন কীভাবে বৈষ্ণবজনের সেবা করতে হয়। কোনও দ্বিধা বা লজ্জা না করে, তিনি তাঁদের ধুতি, জামা কাপড় সব আনতেন। যখন এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব গঙ্গা থেকে উঠতে পারছিলেন না, তিনি বৈষ্ণবটির হাত জাপটে ধরে তাঁকে ওঠাতেন জল থেকে।

যখন সমস্ত ভক্তজনে শ্রীচৈতন্যদেবের বিনয় আর সেবা মনোভাব দেখতেন, তাঁরা সবাই তাঁকে এক ভক্ত মনে করে, পরমেশ্বরের প্রতি তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত আশীর্বাদ জানাতে থাকতেন, "শ্রীকৃষ্ণে যেন মতি হয়, শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন হও, কৃষ্ণভজনা কর, কৃষ্ণনাম শোন। কৃষ্ণই প্রাণ, কৃষ্ণই ধন, সবার মাঝে কৃষ্ণই সব। "হরেকৃষ্ণ জপ কর, কৃষ্ণদাস হও।" "অন্তরে কৃষ্ণ বিরাজ করুন, এবং এমনি আরও অনেক আশীর্বাদ।

এক ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করলেন, "ও নিমাই পণ্ডিত, অত শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে তুমি যা সব বুঝেছ আর এই জড় জগৎটা যে কী তা যেমন

বুঝেছ, তেমনি এখন কৃষ্ণভজনা করে নাস্তিক আর অসুরগুলিকে ধ্বংস কর তো! তোমার দয়ায় তা হলে শান্তিতে জপতপ করতে পারি, কৃষ্ণনাম নিতে পারি আর মহানন্দে নাচতে পারব।'

এইভাবে, বিভিন্ন ভক্তজনে শ্রীচৈতন্যদেবকে স্পর্শ করে এই সব আশীর্বাদ করে যেতেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তদের কাছ থেকে আশীর্বাদ চাইতেন। এক ভক্ত আশীর্বাদ জানালেন, 'বাছা, এই নবদ্বীপে কত জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতে ভর্ত্তি। কিন্তু পণ্ডিতদের কেউ কৃষ্ণভক্তির কিছুই জানে না, তাই তাদের যা কিছু ব্যাখ্যা-বাখান সবই যেন শুধু বকবকানি! সন্ন্যাসী হোন্ কিংবা সর্বত্যাগীই হোন্ বা মহা দিগ্গজ পণ্ডিতই হোন্, নবদ্বীপে তো কতই না বড় বড় মানুষ রয়েছে, কিন্তু কেউ তো কৃষ্ণভক্তির আসল কথা বোঝায় না। বাছা, তারা কখনও কৃষ্ণের দিব্য গুণকথা বলে না কিংবা নামজপ অথবা কৃষ্ণকীর্তনও করেন না। তা না করে, তারা কেবলই নিত্যনিয়ত নিন্দা-মন্দ করে চলেছে। ওরা চরম পাপী আর যারা ওদের কথা শোনে তাদেরও কষ্ট পেতে হয়। ওরা বৈষ্ণবজনকে তৃণমর্যাদাও দেয় না। বাছা, এই সব পতিত মাথাওলা মানুষগুলিকে এমন শিক্ষা তুমি দাও, যেন কোনদিন ওরা না ভোলে। কোনওখানে আমরা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের অনুষ্ঠান দেখতে বা শুনতে পাই না। তবে এখন কৃষ্ণকৃপায় তুমি এসে গেছ এই শুভপথে। তোমার উপস্থিতিতে সব নাস্তিকগুলি যেন মরে। সবখানে যেন তুমি কৃষ্ণের মহিমা আর ভগবদ্ভক্তির প্রসার ঘটাতে পার। চিরজীবী হও, কৃষ্ণনাম কর।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তদের আশীর্বাদ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'ভক্তদের আশীর্বাদ পেলে আমি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি লাভ করব। কিন্তু যখন মহাপ্রভু ভক্তদের দুঃখের কথা শুনলেন, তাঁর মরমে তা গভীরভাবে বাজল আর তিনি তাঁদের হরিনাম অনুশীলন করে যেতে বললেন। পবিত্র নামে বাঁধা দিয়ে যারা অপরাধ করে, তাদের কোনও ভয় না করে মনের সুখে কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তন করে যেতে উৎসাহ দিলেন।

তিনি ঘোষণা করে দেন যে, নবদ্বীপকে তিনি পারমার্থিক জগতের আনন্দে ভরে দেবেন, ভক্তদের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণকে অবশ্যই আনতে পারা যাবে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি তাঁর ভক্তদের কোনমতেই ত্যাগ করবেন না।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সকল ভক্তের পায়ের ধুলো নিতেন। তারপর ভক্তজনের সেবা সমাপন করে তিনি গঙ্গায় স্নান সারতেন আর তাঁর বাড়িতে ফিরে যেতেন।পরমেশ্বর তাঁর প্রতি খুবই সদয় ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব এতই বিনয়ী ছিলেন যে, তিনি নিজে ভক্তদের জন্য ছোটখাটো কাজও করে দিতেন। এক ভক্ত অন্য এক ভক্তের সেবা করবে, এতে কি বলার আছে। কিসের দ্বিধা হবে আমাদের তাতে? বাস্তবিকই শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে, ভক্তদের আশীর্বাদ করার ক্ষমতা আছে আর যখন প্রবীণ অগ্রণী ভক্তদের একটি গোষ্ঠী

একত্রিত হতেন, তখন কোনও ভক্ত প্রচারকার্যে বেরুলে তাকে আশীর্বাদ করবার জন্য তিনি ঐ সব প্রবীণ ভক্তগোষ্ঠীকে বলতেন।

এটা আমাদের কাছে বেশ অস্বস্তিকর হত, কারণ গুরুদেবের সমক্ষে কেমন করে আমরা কাউকে আশীর্বাদ জানাতে পারি কিংবা সে ক্ষেত্রে আমাদের আশীর্বাদের কী যে মূল্য মর্যাদা, আমরা বুঝে উঠতে পারতাম না।

তবে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ করে বলতেন যে, পরমেশ্বরের সেবারত যে বৈষ্ণবজন তারা সকলেই পরমেশ্বরের প্রিয়জন। তাদের প্রত্যেকেরই আশীর্বাদ জানাবার সামর্থ্য রয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তজনের অভিলাষ অবশ্যই শুনবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের পিতৃদেব তাঁর বাড়িতে যে সব বৈষ্ণবজন আসতেন, তাঁদের প্রত্যেককেই তাঁর পুত্রসন্তান শ্রীল প্রভুপাদকে আশীর্বাদ জানাতে বলতেন। এই কথা 'লীলামৃত' গ্রন্থে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা রয়েছে।

১৯৭৭ নভেম্বরে এবং পরেও শ্রীল প্রভুপাদ নিজে আমাকে, ভক্তিবেদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাসটের সভাপতিরূপে, তাঁর হয়ে সেবা সম্পন্ন করতে বলেন তাঁর গুরুভ্রাতাদের জন্য, এমন কি যাঁরা প্রকাশ্যে শ্রীল প্রভুপাদের বিরূপতা করেছেন এর আগে, তাঁদের জন্যও।

যদিও কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাই শ্রীল ললিতাপ্রসাদ ঠাকুরের সম্পর্কে সঙ্কটকাল চলছিল, শ্রীল প্রভুপাদ তবুও আমাকে সেখানে গিয়ে তাঁর আশ্রমটি মেরামত করিয়ে চুনকাম আর রঙ করিয়ে দিতে বলেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ দেখিয়েছিলেন কিভাবে বৈষ্ণবজনের সেবা করা উচিত।

আসলে আমি শুধুমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ পালন করে চলতাম। তবে, বৈষ্ণবজনে আমার সামান্য সেবায় সন্তুষ্ট হলে, সেই সেবা যথাযথভাবে সম্পন্ন না হলেও, তাঁদের আশীর্বাদ পেতাম, আর তাঁদের অহৈতুকী কৃপায়, অনেক প্রবীণ বৈষ্ণবজন প্রশংসাও জানাতেন।

যদিও ইসকন আর ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের মধ্যে বিস্তর ভুল বোঝাবুঝি ছিল, তবু আমি এ কথাও তাঁর অনুগামীদের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে, তিনি প্রকাশ্যে কিছু প্রশংসাবাণী আর আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন এই অকিঞ্চন সেবকটির উদ্দেশ্যে।

কোনও কোনও সময়ে এই সব ভুল বোঝাবুঝির ফলে, অন্যান্য বৈষ্ণবজনের মন্দিরগুলিতে যাওয়া আমাদের বন্ধ করে দিতে হয়েছিল, যেহেতু তাঁরা আমাদের দীক্ষাগুরুর বিরূপ সমালোচনা করতেন। কিন্তু পরে, শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে, আমি যেতে এবং সেবাদান করতে বাধ্য হই। সুতরাং, এইভাবে আমি গুরু এবং বৈষ্ণবজন উভয়েরই কিছু অহৈতুকী কৃপা অর্জন করতে পারতাম।

প্রবীণ বৈষ্ণবজনের সেবা করতে হয়, সেইভাবে তাঁদের কাছ থেকে শুদ্ধ ভক্তিপূর্ণ আশীর্বাদ ভিক্ষা করাটাও যুক্তিযুক্ত। ভগবদ্ভক্তির পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে তা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। আমি আশা করি যে, শ্রীল প্রভুপাদের আন্দোলনে, শ্রীকৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলনে যাঁরা সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রয়েছেন, তেমনি কত অগ্রণী বৈষ্ণবজনের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ গ্রহণ করবে আমার শিষ্যসমূহ। প্রবীণ ভক্তরা আশীর্বাদ জানাতে দ্বিধাগ্রস্ত হলেও শিষ্যসমূহ তাঁদের সেবা দান করতে পারে আর তাঁদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে পারে।

তথ্য সূত্র: *শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠা:* **১১**

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net

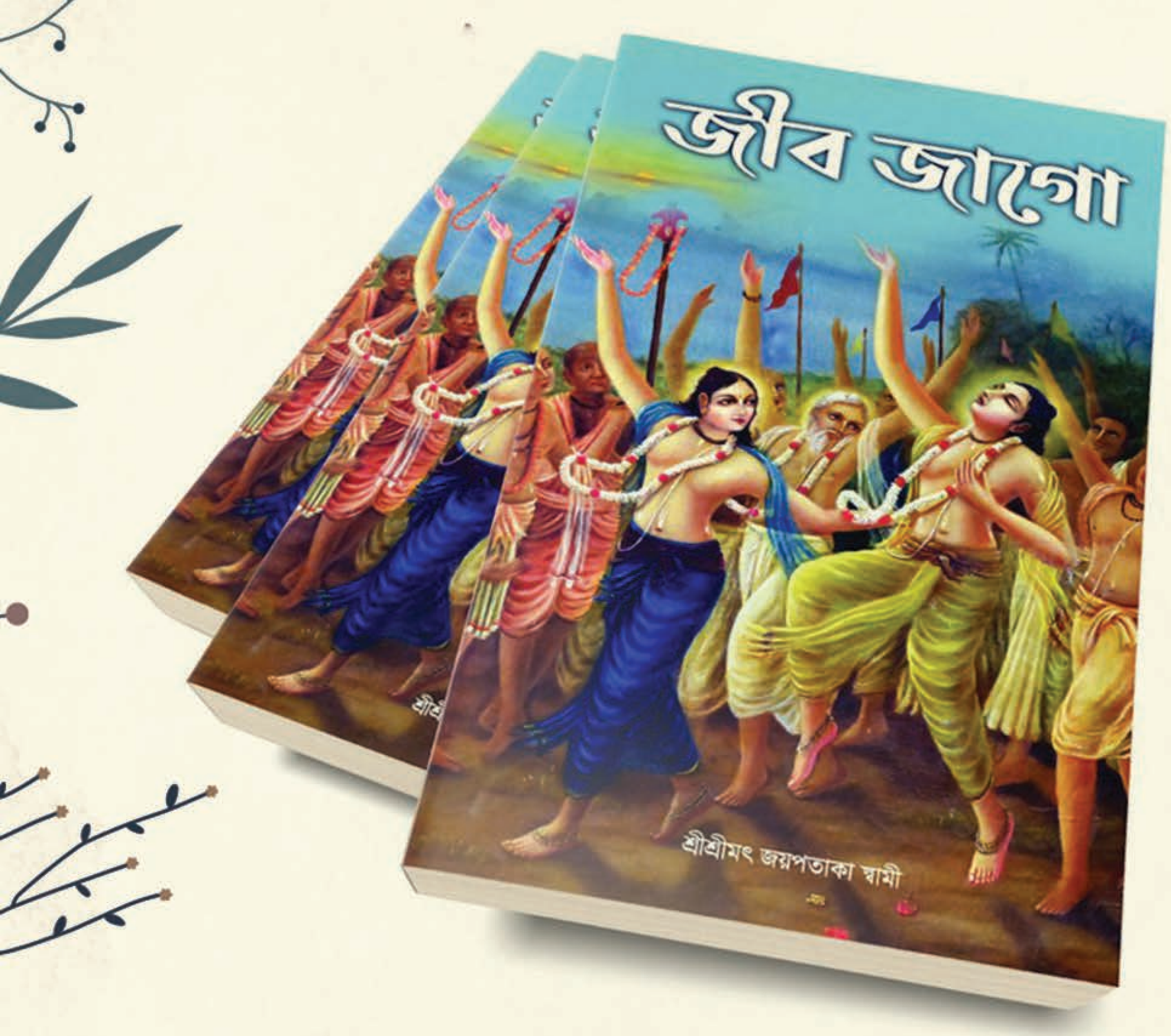

ভিক্টোরী ফ্লাগ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত

লেখক: শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

+919800915553